সমাজ উন্নয়নে

গ্রন্থাগার

সম্পাদনায়
মোহাম্মদ সা'দাত আলী

সূচিপত্র

শামসুল হক
শিশুদের জন্য গ্রন্থাগার ❑ ৯

প্রফেসর মোহাম্মদ শরীফ হোসেন
পাবলিক লাইব্রেরি ❑ ১৭

ড. মো. তোফাজ্জল ইসলাম
একবিংশ শতাব্দীর ই-লাইব্রেরি ও ই-সমাজ : একটি পর্যালোচনা ❑ ১৮

ড. মো. নাসিরুল ইসলাম
সমাজ সংগঠনে গ্রন্থাগার ঃ একটি পর্যালোচনা ❑ ২৯
গ্রন্থাগার ও সমাজ ঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ❑ ৪১

প্রফেসর ড. মো: মুস্তাফিজুর রহমান
পল্লী উন্নয়নে গ্রন্থাগার ❑ ৪৮

আমিরুল আলম খান
মোহাম্মদ শরীফ হোসেন : হৃদয় জুড়ে প্রগাঢ় ভালবাসা ❑ ৫৪
গৌরবদীপ্ত যশোর পাবলিক লাইব্রেরি ❑ ৫৭
রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগার ❑ ৬০
শতবর্ষে কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরি ❑ ৬৮

ড. মো. গোলাম মোস্তফা
সমাজ উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা ❑ ৭৩

মো. এমদাদুল হক
প্রশিক্ষণ উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা : একটি সমীক্ষা ❑ ৮০

মো. শাহাবউদ্দিন খান
সমাজ ও জাতীয় উন্নয়নে জাতীয় গ্রন্থাগার : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ ❑ ৮৮

মো. আবু আউয়াল সিদ্দিকী
সামাজিক ও পেশাগত উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিয়ান ❑ ১০০

এফ এম খালেকুজ্জামান
বাংলাদেশে কলেজ লাইব্রেরি : বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ❑ ১০৬

হাফিজা খাতুন
বাংলাদেশের গ্রন্থপঞ্জি নিয়ন্ত্রণে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের ভূমিকা ❑ ১১৩

মো. জামাল উদ্দিন
বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি : ১৯৭২-২০০৫ ❑ ১১৭

মোহাম্মদ সা'দাত আলী
বাংলাদেশে গ্রন্থাগারিকতা ❑ ১২৩
আধুনিক গ্রামীণ লাইব্রেরির রূপরেখা : একটি প্রস্তাবনা ❑ ১৩০
গ্রামীণ লাইব্রেরি উন্নয়ন প্রকল্প : একটি প্রস্তাবনা ❑ ১৩৯
ন্যান্সি পাল
বই-এ বিশ্ব ভ্রমণ ❑ ১৪৬
সরল অনুবাদ : গালিব আসাদউল্লাহ
আমির আই. আল-কিন্দিলচি
ইরাকের গ্রন্থাগার: আদি ইতিহাস ও বর্তমানচিত্র ❑ ১৫২
সরল অনুসৃতি: গালিব আসাদউল্লাহ
মো. আজহারুল ইসলাম
সামাজিক উন্নয়নে গ্রন্থাগার এবং ❑ ১৫৮
বাংলাদেশে তথ্য ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার হালসুরত
মামদুদুর রহমান
গ্রামীণ সমাজ বিনির্মাণে গ্রন্থাগার ❑ ১৬৩
মো. নাজমুল ইসলাম ও মো. শাহজাদা মাসুদ আনোয়ারুল হক
আধুনিক সমাজ বিনির্মাণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা ❑ ১৭৭
মোহাম্মদ হারুন মিয়া
মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ❑ ১৮৪
লেখক পরিচিতি ❑ ১৯১

আধুনিক সমাজ বিনির্মাণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

মো. নাজমুল ইসলাম
মো. শাহজাদা মাসুদ আনোয়ারুল হক

১. ভূমিকা

আবহমানকাল থেকে সমাজ তার অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে এবং সমাজের ওপর অর্পিত বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠু বণ্টন করার উদ্দেশ্যে, সমাজ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে আসছে। এদের মধ্যে সর্বপ্রথমে আসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কথা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়; গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, চারুকলা ও বিনোদনধর্মী প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ইত্যাদি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ। গ্রন্থাগার হলো তেমনি এক ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা সমাজের জন্য সর্ববিবেচনায় সর্বদা অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। সমাজে অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠান যেমন কিছু আকস্মিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, গ্রন্থাগার সে-রকম কোনো প্রতিষ্ঠান নয়। গ্রন্থাগার সকলেরর জন্য সার্বজনীন আবশ্যকতা। তাই সমাজের প্রায় সকলের জ্ঞানের চাহিদা মিটানোর প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে গ্রন্থাগার। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীর প্রধান কর্তব্য জ্ঞান অন্বেষণ করা এবং এই জ্ঞান অন্বেষণ প্রধানত হয়ে থাকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্তৃক সুনির্দিষ্ট পাঠ দান এবং কিছু নির্ধারিত পাঠক্রমের ওপর। কিন্তু গ্রন্থাগার সেই শিক্ষার্থীকে জ্ঞান অন্বেষণের জন্য বিভিন্ন বই-পুস্তক দিয়ে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিচরণে সহায়তা করে। ফলে শিক্ষার্থীর নিজের বুদ্ধিবৃত্তি, শিক্ষাকৌশল, সৃষ্টিশীল বৈশিষ্ট্য এবং বিনোদনস্পৃহাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। সুতরাং গ্রন্থাগার এবং সমজাতীয় সকল তথ্যকেন্দ্র আধুনিক সমাজের বিভিন্ন ব্যবহারকারীদের বৈচিত্র্যমুখী চাহিদা মিটানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাবক।

তথ্যপ্রযুক্তি বৈপ্লবিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটানোর ফলশ্রুতিতে বর্তমান সমাজব্যবস্থা তথ্যভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। আর এই তথ্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থার প্রধান উপকরণ জ্ঞান বা তথ্য। গ্রন্থাগার সেই জ্ঞান বা তথ্যের আধার। আধুনিক সমাজের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থাগার সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও আদর্শিক এবং বিনোদনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ব্যাপক ভূমিকা পালন করে আসছে।

২. সভ্যতার ধারক হিসেবে গ্রন্থাগার

আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে সভ্যতা যেমন গড়ে উঠেছে আবার তা ধ্বংসও হয়ে গিয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে মিশরে মানবসভ্যতার ইতিহাসের প্রথম অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। এরপর ইরাকে মেসোপটেমীয় সভ্যতা, গ্রিসে গ্রিক সভ্যতা, চীনে চৈনিক সভ্যতা একদিকে যেমন গড়ে উঠেছে ঠিক তেমনি অপরদিকে সেই সমস্ত সভ্যতা কালের পরিক্রমায় ধ্বংসও হয়ে গিয়েছে। মানুষ যখন সুসভ্য হয়ে উঠল, তখন তার সভ্যতাকে রক্ষা করার চিন্তা-ভাবনাও শুরু করল। এরই ফলশ্রুতিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, বুদ্ধি, শিক্ষা, সংস্কৃতির আধার হিসেবে গ্রন্থাগারের উৎপত্তি হয়। মানুষের চিন্তা-ভাবনা, বিদ্যা-বুদ্ধির রক্ষক হিসেবে গ্রন্থাগার নতুন সভ্যতার সৃষ্টির বীজ বপন করে। গ্রন্থাগার নিজ থেকে নতুন কোনো সভ্যতার জন্ম দেয়নি বরং নতুন সভ্যতা নির্মাণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখে আসছে।

৩. শিক্ষার আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রন্থাগার

শিক্ষাই জ্ঞান; এবং এই জ্ঞান সংশ্লিষ্ট শিক্ষার দুটো ধরন রয়েছেঃ (ক) about things (খ) Knowledge about how things are done. বলা হয়ে থাকে যে, জ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য হলো এক যুগ থেকে আর এক যুগে জ্ঞানের হস্তান্তর (ওয়াহিদুজ্জামান, ১৯৯৬)। এই জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ব্যাপক ভূমিকা পালন করে আসছে।

৩.১ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগার

প্রতিটি আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চাই সেটা স্কুল হোক কিংবা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়, কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম এবং ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রন্থাগারে পড়ার এবং জ্ঞানআহরণের ব্যাপারে উৎসাহিত করা উচিত। গ্রন্থাগার হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে কোনো বিষয়ের ওপর বিভিন্ন প্রকার বই সংরক্ষণ করা থাকে যা ছাত্র-ছাত্রীদের কোনো বিষয়ের ওপরে ব্যাপক জ্ঞান অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সহায়তা করে। বিভিন্ন বইয়ের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ বিশ্লেষণ এবং তুলনামূলকভাবে পার্থক্য নিরূপণের মাধ্যমে একজন ছাত্রের চিন্তা এবং বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় যা তাকে স্বতন্ত্র এবং কার্যকর দৃষ্টিভঙ্গি এবং সৃষ্টিশীলতা প্রকাশে সহায়তা করে। ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তিমূলক উন্নয়নক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

একাডেমিক গ্রন্থাগারের পাশাপাশি গণগ্রন্থাগারেরও আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষকরা যাতে কাঙ্ক্ষিত তথ্য পায় সে উদ্দেশ্যে গণগ্রন্থাগারগুলোর উচিত শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন উপরকণ সংগ্রহ করা। এটা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, গণগ্রন্থাগারের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সমাজে অবস্থিত সকল শ্রেণির মানুষকে সেবা প্রদান করা। ছাত্র এবং শিক্ষক সমাজের বাইরের কেউ নয়। কাজেই তাদের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট চাহিদা গণগ্রন্থাগার উপক্ষো করতে পারে না।

বাংলাদেশে স্বাক্ষরতার হার ৬২.৬৬% (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৭)। ৭+ বছর বয়স্ক জনগণের ক্ষেত্রে এই হার ৫২.৫% (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮)। সাক্ষরতার সংজ্ঞা বাংলাদেশের বিভিন্ন আদমশুমারিতে বিভিন্নভাবে দেয়া

হয়েছে। ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী যারা পড়তে পারে তারাই শিক্ষিত। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী যে ব্যক্তি কোনো ভাষা লিখতে ও পড়তে পারে তারাই শিক্ষিত। ১৯৮১ ও ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী যারা কোনো চিঠি পড়তে ও লিখতে পারে তারাই শিক্ষিত। সাধারণত সাক্ষরতা প্রশ্নটি জড়িত কোনো একট নির্দিষ্ট পর্যায়ে কোনো ভাষা বলতে, লিখতে, পড়তে ও গণনা করতে পারার সাথে। তবে কার্যত শিক্ষিত (functional literate) হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে কোনো উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মানসে নিজের দক্ষতাকে কাজে লাগাতে সমর্থ। উদাহরণস্বরূপ সংবাদপত্র পড়া অথবা চাকরির আদেনপত্র পূরণ ইত্যাদি (Linda, S:1990)। সাক্ষরতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩.২ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগার

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে যেখানে শিক্ষকদের সহযোগিতা পাওয়ার সুযোগ সীমিত সেখানে গ্রন্থাগারই তথ্যের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে নিজেরাই ব্যাপকভাবে জ্ঞানের অনুসন্ধান করতে পারে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রগুলোর গ্রন্থাগার যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, গণগ্রন্থাগার এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে গণগ্রন্থাগার। কারণ এখানে প্রত্যেকের রয়েছে তথ্য পাওয়ার অধিকার। গণগ্রন্থাগারগুলোর উচিত অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের বই এবং জার্নালের চাহিদা পূরণ করার জন্য কার্যত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সফল বাস্তবায়নের পূর্ব শর্ত হলো একটি কার্যকর গণগ্রন্থাগার গড়ে তোলা। যদি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগার চাহিদা একাডেমিক এবং পাবলিক লাইব্রেরি মিটাতে না পারে তাহলে সেই সমস্ত শিক্ষার্থীদের সস্তা গাইড বুক অনুসরণ করবে যার ফলস্বরূপ শিক্ষার মান ব্যাহত হবে।

৩.৩ বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার

বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচিকে ত্বরান্বিত করতে গ্রন্থাগার বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে থাকে। তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

* সাক্ষরতাকে স্থায়ী রূপ দান করে;
* জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন;
* সম্প্রদায়ের বিদ্যমান সামাজিক, আর্থনীতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করে;
* সমাজের বয়স্ক শিক্ষার্থীদের অধিকার সম্পর্কে ব্যক্তিগত সচেতনতা প্রদান এবং সামাজিক মূল্যবোধকে সমর্থন দান;
* ব্যক্তির অনুভূতি, আগ্রহ ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে এবং উন্নয়ন সক্ষম করে (METZGER: 1990)।

বয়স্ক শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের গুরুত্বকে অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে না। বরং সমাজের শিক্ষা ও সাক্ষরতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে (Onohwakpor. J.E. : 2005)

৩.৪ অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার

যদি কোনো ব্যক্তি অশিক্ষিত হয়ে থাকে তবে সে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হবে না। আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষাবঞ্চিত সম্প্রদায়কে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছে। অডিও-ভিস্যুয়াল মিডিয়া বিশেষত ভিডিও টেপ অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের গ্রন্থাগার ব্যবহারের পথকে সুগম করে। গণগ্রন্থাগার অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে শিক্ষিত করার জন্য এইসব আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে পারে। বাংলাদেশে অশিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা ৬৩% এবং ৭ বছর উর্ধ্বে এ হার ৫৪.৭% (২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী) এইসব অশিক্ষিত জনগণকে শিক্ষিত করার মানসে গণগ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩.৫ কর্মজীবী গোষ্ঠীর শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার বিভিন্ন পেশার মানুষদের জন্য বই সংগ্রহ করতে পারে। এই সমস্ত বই-পুস্তক পাঠ করে তারা নিজেদের কাজের ক্ষেত্র সম্পর্কে আরও বেশি অবগত হতে এবং কাজের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। এক্ষেত্রে গণগ্রন্থাগার উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩.৬ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগার

প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয়। প্রতিবন্ধী জনগণের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ সমাজ ও সরকারের বিশেষ দায়িত্ব। এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের জন্য বিশেষ ধরনের যথাযথ শিক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন প্রকার বই এবং অন্ধদের পড়ার উপযোগী বই ইত্যাদি। শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার এই সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করে তাদের সহায়তা করার মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪. গবেষণা কার্য পরিচালনায় গ্রন্থাগার

গবেষণা কার্যে সহায়তা প্রদান গ্রন্থাগারের অন্য আরেকটি বৈশিষ্ট্য। যেকোনো গবেষণা কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো তথ্যের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ। জার্নাল, গবেষণা প্রবন্ধ এবং অন্যান্য সমজাতীয় প্রকাশনায় চলতি তথ্য প্রকাশিত হয়। গবেষণা কার্যকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যেকোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার এ জাতীয় প্রকাশনা ব্যাপকভাবে সংগ্রহ করে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বিশেষ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারও গবেষকদের চাহিদা মিটানোর ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে। এমনকি গণগ্রন্থাগারও সামাজিক বিজ্ঞান

ও মানবিক বিষয়ের উপর গবেষণাকার্য পরিচালনাক্ষেত্রে সহায়তা করে।

৫. সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগারের প্রথম সাংস্কৃতিক ভূমিকা হলো যে এটা মানব সভ্যতার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যা বই বা অন্য কোনো ডকুমেন্টে প্রতিফলিত হয় তা সংগ্রহ করা। গণগ্রন্থাগার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় অন্যান্য গ্রন্থাগারের তুলনায় ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। গ্রন্থাগার এটা দুইভাবে সম্পন্ন করে থাকে। (ক) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তিবর্গকে সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বই প্রদান করে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে; (খ) বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন নৃত্যানুষ্ঠান, নাটক, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং শিশুদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন ইত্যাদি। গণগ্রন্থাগারের পাশাপাশি অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলোকেও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে IFLA-এর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হলো :-

- Continue to ensure that cultural heritage of al societies is preseued and maintained .
- Expand the role and recognitions of libraries as educational and cultural centers (IFLA : 1991).

৬. তথ্য বিতরণে গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার তথ্য ও জ্ঞানের ধারক ও বাহক। তথ্য হলো সমাজের অগ্রগতিতে মানবিক যাবতীয় কর্মকাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গবেষক, শিক্ষক, ছাত্র, প্রশাসক, ব্যবসায়িক, শিল্পী, কৃষক, শ্রমিক, বিনিয়োগকারী প্রত্যেকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য তথ্যের দরকার। তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারকে বলা হয়ে থাকে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর পরে ৬ষ্ঠ অধিকার। এই অধিকার সুনিশ্চিত করতে গ্রন্থাগার বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত বইপুস্তক সংগ্রহ এবং এর ব্যবহার সুনিশ্চিত করে। গ্রন্থাগারকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়ে থাকে যে এটি একটি তথ্যকেন্দ্র। গ্রন্থাগার সমাজের জনগণকে আর্থসামাজিক চাহিদা সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে তথ্যকেন্দ্রের ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি সুসংগঠিত ও সমৃদ্ধিশালী গ্রন্থাগারের তথ্য বিতরণব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে করে গ্রন্থাগার তার ব্যবহারকারীদের মাঝে প্রাসঙ্গিক তথ্য অতি দ্রুত দিতে পারে।

৭. ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার

একটি গ্রন্থাগারে বিভিন্ন প্রকার বই থাকতে পারে। সমুদয় বইয়ের তথ্যসমূহকে আমরা তিনটি শ্রেণিতে বিভাজন করতে পারি। যথা: (ক) তথ্য সম্বলিত বই; (খ) বিনোদন ধর্মীয় বই; (গ) উৎসাহ (Inspiration) ও উদ্দীপনামূলক বই। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিকতা সম্বলিত বই যার আবেদন চিরস্থায়ী সেইসব বই ক্ল্যাসিক শ্রেণীর বই বা উৎসাহ ও উদ্দীপনামূলক বই হিসেবে পরিচিত। গ্রন্থাগার পাঠকদের ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক এবং আদর্শিক চাহিদা পূরণে এ জাতীয় সংগ্রহ বৃদ্ধি করতে পারে।

৮. অবসর ও বিনোদনে গ্রন্থাগার

ব্যবহারকারীদের বিনোদনের চাহিদা মিটাতে গ্রন্থাগার বিভিন্ন পাঠ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে থাকে। উপন্যাস, বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্য, শিল্পকর্ম, ভ্রমণকাহিনী, আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ, রম্যরচনা ইত্যাদি বিনোদনমূলক বইয়ের প্রাথমিক উৎস এবং এই সমস্ত বিনোদনমূলক গ্রন্থ গ্রন্থাগারে এক অনন্য স্থান দখল করে আছে। তাছাড়া গ্রন্থাগার বিশেষত গণগ্রন্থাগারের সুস্থ বিনোদনমূলক কর্মসূচি হাতে নেয়া উচিত। যেমনঃ বিচিত্রানুষ্ঠান, সঙ্গীতানুষ্ঠান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

৯. স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে গ্রন্থাগার

স্বাস্থ্য ইস্যু একবিংশ শতাব্দীর জনগণের জন্য এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। এইডস, হেপাটাইটিস বি ভাইরাস, আর্সেনিক, বার্ডফ্লু, সার্স ইত্যাদি ভয়াবহ রোগ-ব্যাধি এবং স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গ্রন্থাগার ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। স্বাস্থ্যসম্পর্কিত বিভিন্ন বই-পুস্তক, জার্নাল সংগ্রহ এবং তৃণমূল পর্যায়ের ব্যবহারকারী কর্তৃক এর ব্যবহার সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে গ্রন্থাগার এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

১০. উপসংহার

আধুনিক সমাজের অনেক চাহিদা রয়েছে, যেমনঃ শিক্ষা, গবেষণা, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি, তথ্য, ধর্মীয় ও আদর্শিক অনুসরণ, বিনোদনমূলক ইত্যাদি। এইসব চাহিদা পূরণে সমাজে অনেক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের মধ্যে গ্রন্থাগার অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। গ্রন্থাগার এইসব চাহিদার সবগুলো সমানভাবে পূরণ করে আধুনিক সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজের স্থান দখল করে নিয়েছে। মানুষের সকল সময়ের সকল কর্মকাণ্ড নির্ভর করে জ্ঞান ও তথ্যের উপর। বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তথ্য বিস্ফোরণের ফলে সঠিক তথ্য সঠিক ব্যক্তির কাছে পৌঁছানো গ্রন্থাগারের জন্য এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গ্রন্থাগার তার সকল কর্মকাণ্ড তথ্যপ্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। এর ফলে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সেবাকার্যক্রমে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। আধুনিক সমাজের ব্যবহারকারীদের তথ্যচাহিদার যেমন পরিবর্তন এসেছে তেমনি গ্রন্থাগার তার সেবাক্ষেত্রে এনেছে বৈচিত্র্য।

References:

1. Wahiduzzaman, M. "Approach to Library Administration", 2nd ed., Dhaka, Crane Books, 1996, 30p.
2. Bangladesh Economic Review, 2007.
3. Bangladesh Economic Review, 2008.
4. Linda, S. "The Role of Libraries in literary education", 1990. web address:

http://www.ericdigests.org/pre-9219/role.htm

5. Metzger, A. "The Role of the library in the development of literacy in Sierra Leone, Africa", Journal of Library Archives and Information Science", Vol. 1(1), 1991
6. Onohwakpor, J. E. "The Role of Library Services in Adult Education" Library Philosophy and Practice, vol. 7, No.-2(Spring-2005). Web address: http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/onohwakpor.htm
7. Bangladesh Census 2001, National Report(provisional), July 2003, BBS, Planning Division, Ministry of Planning, 71p.
8. IFLA's Long Term Policy, IFLANET, 1991. Web pages: http://www.ifla.org/III/eb/ltpolicy.htm